প্রথম আলো

তারিখ ... 16 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ২ ...

পাঠ্যবইয়ে বদল নিয়ে ১৪-দলীয় জোটের শরিকদের ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণির নতুন পাঠ্যপুস্তকে বিতর্কিত সংযোজন-বিয়োজনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে ১৪-দলীয় জোটের অধিকাংশ শরিক দলের মধ্যে। এর মাধ্যমে হেফাজতে ইসলামের কাছে 'আত্মসমর্পণ' করা হয়েছে কি না, প্রশ্ন তুলে তারা বলছে, সরকার যখন সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তখন শিক্ষাব্যবস্থার হেফাজতীকরণ মানা যায় না।

গত শনিবার ১৪-দলীয় জোটের সর্বশেষ বৈঠকেও শরিক দলগুলোর নেতারা এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন হেফাজতে ইসলামের লিখিত প্রস্তাবে মোট ২৯টি বিষয় সংযোজন ও বিয়োজনের কথা বলা হয়েছিল। এর সবগুলো অনুসরণ করে নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে কড়া সমালোচনা ও প্রতিবাদ অব্যাহত আছে।

এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে জোট ও সরকারের শরিক বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'পাঠ্যপুস্তকের এই পরিবর্তনের মাধ্যমে হেফাজতের কাছে আত্মসমর্পণ করা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। যেসব লেখা বাদ দেওয়া হয়েছে, তা বাদ দেওয়ার যৌক্তিকতা আছে কি না, তা খুঁজে পাচ্ছি না। যেখানে আমরা ভাবছি দেশটাকে মুক্তিযুদ্ধের ধারায় নিয়ে যাব, সেখানে যদি শিক্ষাব্যবস্থায় হেফাজতীকরণ হয়, তাহলে আমরা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় পৌঁছাতে পারব না।'

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ-আম্বিয়া) সভাপতি শরীফ নুরুল আম্বিয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, 'পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনে যে প্রশ্নগুলো উঠেছে, এ ব্যাপারে সরকারের স্পষ্ট কৈফিয়ত দেওয়া উচিত। শুধু বানান-টানান-ব্যাপার না। শিক্ষামন্ত্রী এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীরও এ ব্যাপারে কৈফিয়ত দেওয়া উচিত।'

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে গত শনিবার আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর ধানমন্ডির কার্যালয়ে ১৪-দলীয় জোটের বৈঠকে পাঠ্যপুস্তকের ভুলভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে এই আলোচনার সূত্রপাত করেন ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য আনিসুর রহমান মল্লিক। জানতে চাইলে গতকাল তিনি বলেন, 'এটা মানা যায় না। এটা অসম্ভব। বানান ভুল হয়তো হতে পারে। কিন্তু হেফাজতের সুপারিশ মেনে নিয়ে এই পরিবর্তন পুরোপুরি আদর্শের বিচ্যুতি।'

কমিউনিস্ট কেন্দ্রের আহ্বায়ক ওয়াজেদুল ইসলাম খান বলেন, 'এটা আদর্শের পরিপন্থী। আজকে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা ও ভাবনায় পাঠ্যপুস্তকে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে, আমার মনে হয়, আদর্শগত অবস্থান থেকে আমরা সরে যাচ্ছি।'

সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা অসাম্প্রদায়িক চেতনার সঙ্গে অনেকটা সাংঘর্ষিক। এ ধরনের পরিবর্তন যুক্তিযুক্ত হয়নি। বরং সাম্প্রদায়িক শক্তিকে এ ধরনের পরিবর্তন উৎসাহিত করবে এবং ভবিষ্যতে চরম সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে।'

১৪-দলীয় জোটের নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের নেতারা শনিবারের বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনা পরিহার করে চলেন। গতকাল এ বিষয়ে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ বলেন, কে কী দাবি করল, সেটা বড় বিষয় নয়। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যক্রম হওয়া উচিত মানসম্মত এবং যৌক্তিক; কারও পছন্দ, অপছন্দ কিংবা দাবি অনুযায়ী হওয়া উচিত নয়।